

নবীদের কাহিনী

বিভাগ/অধ্যায়ঃ ২৫. হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) - মাক্কী জীবন রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

ছাফা পাহাড়ের দাওয়াত (الدعوة على جبل الصفا)

নিকটাত্মীয়দের প্রতি প্রকাশ্যে দাওয়াত দেওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কুরায়েশ বংশের সকল গোত্রকে একত্রিত করে তাদের সামনে দাওয়াত দেবার মনস্থ করলেন। তৎকালীন সময়ে নিয়ম ছিল যে, বিপদসূচক কোন খবর থাকলে পাহাড়ের চূড়ায় উঠে চিৎকার দিয়ে আহবান করতে হ'ত। আসন্ন কোন বিপদের আশংকা করে তখন সবাই সেখানে ছুটে আসত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সেমতে একদিন ছাফা পাহাড়ের চূড়ায় উঠে চিৎকার দিয়ে ডাক দিলেন, আমার সমবেত হও!)। কুরায়েশ বংশের সকল গোত্রের লোক দ্রুত সেখানে জমা হয়ে গেল। অতঃপর তিনি বললেন, হে কুরায়েশগণ! আমি যদি বলি, এই পাহাড়ের অপর পার্শ্বে একদল শক্তিশালী শক্রসৈন্য তোমাদের উপরে হামলার জন্য অপেক্ষা করছে, তাহ'লে কি তোমরা সে কথা বিশ্বাস করবে? সকলে সমস্বরে বলে উঠল, অবশ্যই করব। কেননাট্র্রুত্র বুল্লাই এইটি গ্রামরা এযাবৎ তোমার কাছ থেকে সত্য ব্যতীত কিছুই পাইনি'। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, আম্মুন্ত করিছি'।[1]

আতঃপর তিনি আবেগময় কণ্ঠে এক একটি গোত্রের নাম ধরে ধরে ডেকে বলতে থাকলেন,ا أَنْفَسَكُمْ مِنَ النَّارِ 'হে কুরায়েশগণ! তোমরা নিজেদেরকে জাহায়ামের আগুন থেকে বাঁচাও! হে বনু কা'ব বিন লুওয়াই! হে বনু 'আব্দে মানাফ!... হে বনু 'আব্দে শাম্স!.. হে বনু হাশেম!... হে বনু আব্দিল মুত্ত্বালিব! তোমরা নিজেদেরকে জাহায়ামের আগুন থেকে বাঁচাও। অতঃপর ব্যক্তির নাম ধরে ধরে বলেন, হে (চাচা) আববাস বিন আব্দুল মুত্ত্বালিব! তুমি নিজেকে জাহায়ামের আগুন থেকে বাঁচাও! হে (ফুফু) ছাফিইয়াহ! তুমি নিজেকে জাহায়ামের আগুন থেকে বাঁচাও। অবশেষেঠ مِنَ النَّارِ، سَلِيْنِيْ مَا شِئْتِ مِنْ مَالِيْ، وَاللهِ বিশ্ব কুরি নিজেকে জাহায়ামের আগুন থেকে বাঁচাও। অবশেষেঠ مِنَ اللهِ شَيْئًا وَلَالهِ شَيْئًا وَلَا لهِ سَيْئًا مِنَ اللهِ شَيْئًا مِنَ اللهِ شَيْئًا مِنَ اللهِ شَيْئًا مِنَ اللهِ شَيْئًا مَا مَا اللهِ عَالهِ اللهِ عَالهُ اللهِ عَالهُ اللهِ مَا اللهِ عَالهُ اللهُ مَا اللهُ عَالهُ اللهُ اللهُ عَالهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اله

এই মর্মস্পর্শী আবেদন গর্বোদ্ধত চাচা আবু লাহাবের অন্তরে দাগ কাটেনি। তিনি মুখের উপর বলে দিলেন-نَا اللهُ وَمَعْتَنَا؟ গসকল দিনে তোমার উপরে ধ্বংস আপতিত হৌক! এজন্য তুমি আমাদের জমা করেছ?' অতঃপর সূরা লাহাব নাযিল হয় تَبْتُ يَدَا أَبِي لَهُبٍ وَتَبَّ يُدَا أَبِي لَهُبٍ وَتَبَّ عُدَا اللهُ وَاللهُ وَلِهُ وَاللهُ وَال

এভাবে নিজ সম্প্রদায়কে এবং বাজারে-ঘাটে সর্বত্র বিশেষ করে হজের মৌসুমে সকলকে উদ্দেশ্য করে তিনি প্রকাশ্যে দাওয়াত দিতে থাকেন এই মর্মে (عَالِلَهُ لَوْ اللهُ تُفْلِحُوا 'তোমরা বল আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই, তাহ'লে তোমরা সফলকাম হবে'।[3]



ফুটনোট

- [1]. বুখারী হা/৪৭৭০; মুসলিম হা/২০৮; মিশকাত হা/৫৩৭২, ৫৮৪৬।
- [2]. বুখারী হা/২৭৫৩, মুসলিম হা/২০৮; মিশকাত হা/৫৩৭২-৭৩।
- [3]. আহমাদ হা/১৬০৬৬, সনদ হাসান; হাকেম হা/৩৯, ৪২১৯ সনদ ছহীহ।

উল্লেখ্য যে, নিকটাত্মীয়দের দাওয়াত দেওয়ার আদেশ পালন করতে গিয়ে রাসূল (ছাঃ) প্রথমে বনু হাশেম ও বনু আব্দুল মুত্ত্বালিবের ৪৫জন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে বাড়িতে দাওয়াত দেন। কিন্তু আবু লাহাবের বিরোধিতার কারণে উক্ত দাওয়াত ব্যর্থ হ'লে পুনরায় দ্বিতীয়বার তাদেরকে দাওয়াত দেন। তখন আবু লাহাব প্রকাশ্যে বিরোধিতা করেন এবং আবু ত্বালেব তাঁকে আমৃত্যু সাহায্য করার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন (আর-রাহীক্ব ৭৮-৭৯ পৃঃ) মর্মে বক্তব্যগুলির কোন বিশুদ্ধ ভিত্তি নেই (সীরাহ ছহীহাহ ১/১৪২-৪৩)।

• Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=5206

🗕 হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন